5595 - ঋতুস্রাবরে সমাপ্তি নির্ধারণরে পদ্ধতি কী, যাতে করে নারী নামায পড়তে পার?

প্রশ্ন

ঋতুস্রাবরে সময় শষে হওয়ার পর নামায শুরু করার বষিয়টি একজন নারী কীভাবে নর্িধারণ করব? যদি নারী মনে করে যে ঋতুস্রাব শষে হয়ছে এবং নামায শুরু করে তারপর আরো রক্ত কংিবা বাদামী স্রাব বরে হওয়া আবষ্কিার করে তাহলে তার করণীয় কী?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

নারী ঋতুবতী হওয়ার পর রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সে পবত্রি হবে না, তা কম হোক কংিবা বশেি হোক। অনকে ফকীহ বলছেনে যে এর সর্বনম্নি পরমিাণ একদনি একরাত আর সর্বোচ্চ পরমিাণ পনরে দনি। এখানে এক প্রকার রক্ত আছে যাকে ইস্তহোযার রক্ত বলা হয়। এটি ঋতুস্রাবরে রক্ত থকেে ভন্নি। এর বধিি-বধিান ঋতুস্রাবরে বধিান থকেে আলাদা। ঋতুস্রাব নামাযে প্রতবিন্ধক। কন্তিু ইস্তহোযা নামাযে প্রতবিন্ধক না। বরং এক্ষত্রেে সে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রতি নামাযরে জন্য অযু করব। যদি নারী মনে করে সে পবত্রি হয়ছে, কন্তিু তারপর আবার (ঋতুস্রাবরে) রক্ত ফরিে আস, তাহলে সটেি ঋতুস্রাব হসিবেইে গণ্য হবে যদি না পুরো মাস জুড়ে তা অব্যাহত থাক।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

নারী কখন ঋতুস্রাব থকেে পবত্রি হয়?

যখন কোনো মহলিার ঋতুস্রাব হয, তখন রক্ত বন্ধ হয়ে গলেইে তার পবত্রিতা অর্জতি হয়, তা কম হোক বা বশেি। অনকে ফকীহ এই মত পোষণ করনে য, ঋতুস্রাবরে সর্বনম্নি সময়সীমা এক দনি ও এক রাত এবং সর্বোচ্চ পনরে দনি।

তবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিা রহমিাহুল্লাহ এই মত পোষণ করনে য, এর সর্বনম্নি বা সর্বোচ্চ কোনো নর্িদষ্টি সীমা নইে; বরং যখনই তার পরচিতি বশৈষ্ট্যিসহ রক্ত পাওয়া যাব, তখনই তা ঋতুস্রাব হসিবেে গণ্য হব, কম হোক বা বশেি। তনিি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “আল্লাহ তাআলা ঋতুস্রাবরে সাথে কুরআন ও সুন্নাহতে বভিন্নি বধিান সংযুক্ত করছেনে, কন্তিু তার সর্বনম্নি বা সর্বোচ্চ সময়সীমা নর্িধারণ করনেনি এবং দুই ঋতুস্রাবরে মাঝে পবত্রিতার সময়সীমাও নর্িধারণ করনেনি। অথচ এটি গোটা উম্মতরে জন্য একটি ব্যাপক ও প্রয়োজনীয় বষিয়।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/২৩৭)]

তারপর তনিি বলনে: "আলমেদরে মধ্যে কউে এর সর্বোচ্চ ও সর্বনম্নি নর্িধারণ করছেনে, আবার তারা নর্িধারণরে ক্ষত্রেে নজিদেরে মধ্যে মতভদে করছেনে। কউে শুধু সর্বোচ্চ নর্িধারণ করছেনে, সর্বনম্নি নয়। তৃতীয় মত হলো সবচয়ে সঠকি: সর্বনম্নি বা সর্বোচ্চ কোনোটরিই নর্িদষ্টি সীমা নইে।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/২৩৭)]

ঋতুস্রাব ও ইস্তহোযার মাঝে পার্থক্য

এক প্রকার রক্ত আছে যাকে ইস্তহিাযা বলা হয়, যার বশৈষ্ট্যি ঋতুস্রাবরে রক্ত থকেে ভন্নি এবং এর বধিানও ঋতুস্রাবরে বধিান থকেে আলাদা। নচিে উল্লখিতি বষিয়গুলো দয়িে এই রক্তকে ঋতুস্রাব থকেে আলাদা করা যায়:

- রং: ঋতুস্রাবরে রক্ত কালো বর্ণরে, আর ইস্তহিাযার রক্ত লাল বর্ণরে।
- ঘনত্ব: ঋতুস্রাবরে রক্ত ঘন ও গাঢ়, আর ইস্তহিাযার রক্ত পাতলা।
- গন্ধ: ঋতুস্রাবরে রক্তে দুর্গন্ধ থাকে, আর ইস্তহিাযার রক্তে দুর্গন্ধ থাকে না, কারণ এটি একটি সাধারণ শরিার রক্ত।

ঋতুস্রাব নামায পড়তে বাধা দয়ে, কন্তিু ইস্তহিাযা নামায পড়তে বাধা দয়ে না। ইস্তহিাযাগ্রস্ত মহলিা কবেল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নবেনে এবং রক্ত পরবর্তী নামায পর্যন্ত অব্যাহত থাকলে প্রতটিি নামাযরে জন্য অযু করবনে। নামাযরে মধ্যে রক্ত বরে হলে তা কোনো ক্ষতি করবে না।

মূলনীতি হলো: নর্িগত রক্ত ঋতুস্রাবরে রক্ত হসিবেইে গণ্য হব, যতক্ষণ না তা (শাইখুল ইসলামরে মতে) সারা মাসজুড়ে অব্যাহত থাকে অথবা (জমহুর আলমেদরে মতে) ঋতুস্রাবরে সর্বোচ্চ সময়সীমা তথা পনরে দনি অতক্রিম কর। সক্ষেত্রেে তা ইস্তহিাযার রক্ত হসিবেে গণ্য হব।

ঋতুস্রাব থকেে পবত্রিতার লক্ষণসমূহ

একজন নারী দুটি বষিয়রে মাধ্যমে পবত্রিতা বুঝতে পারবনে:

- কাস্সাতুল বায়দা (সাদা স্রাব) নর্িগত হওয়া: এটি হলো সাদা রঙরে একটি তরল পদার্থ যা জরায়ু থকেে বরে হয় এবং এটি পবত্রিতার নদির্শন।
- সম্পূর্ণ শুষ্কতা: যদি কোনো মহলিার এই সাদা তরল না বরে হয়, তাহলে তনিি পবত্রিতা যাচাইযরে জন্য রক্ত বরে হওয়ার স্থানে একটি সাদা তুলার টুকরো প্রবশে করাবনে। যদি তা পরষ্কিার অবস্থায় বরে হয়, তাহলে তনিি পবত্রি হয়ে গছেনে বলে গণ্য হবনে এবং গোসল করে নামায পড়বনে।

আর যদি তুলাটি লাল, হলুদ বা বাদামী রঙের হয়, তাহলে নামায পড়বেন না।

মহিলারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে একটি পাত্রে হলুদাভ তুলা পাঠালেন, তখন তিনি বলতেন: "তাড়াহুড়ো করো না, যতক্ষণ না সাদা তরল দেখতে পাও।"[হাদীসটি ইমাম বুখারি মুয়াল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন (কিতাবুল হায়েয, হায়েযের আগমন ও বিদায় অধ্যায়) এবং ইমাম মালিক (১৩০)]

দুরজাহ হচ্ছে ঐ পাত্র যেখানে নারী তার সুগন্ধি ও সামগ্রী রাখেন।

কুরসুফ: তুলা।

কাস্সাহ: ঋতুস্রাব শেষে নির্গত সাদা পানি।

সুফরাহ: হলুদ স্রাব।

মহিলার পবিত্রতার দিনগুলোতে যদি হলুদ বা ঘোলাটে (কুদরাহ) পানি আসে, তাহলে তা কোনো কিছু হিসেবে গণ্য হবে না। মহিলা তার নামায ছাড়বেন না এবং গোসলও করবেন না। কারণ এটি গোসল ওয়াজিব করে না এবং এর ফলে জুনুবি (বড় অপবিত্রতা) অবস্থা সৃষ্টি হয় না।

উম্মে আতিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে আছে: "আমরা পবিত্রতার পরে হলুদ ও ঘোলাটে (বাদামী) পানিকে কিছুই মনে করতাম না।"[হাদীসটি আবু দাউদ (৩০৭) ও ইমাম বুখারী (৩২০) বর্ণনা করেন। তবে বুখারী 'পবিত্রতার পরে' কথাটি উল্লেখ করেননি]

কুদরাহ: বাদামী (ঘোলাটে) রঙের পানি যা ময়লা পানির মতো দেখায়।

'কিছুই মনে করতাম না' এর অর্থ: আমরা একে ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য করতাম না, তবে এটি অযু ওয়াজিব করে।

আর যদি বাদামী বা হলুদ স্রাব ঋতুস্রাবের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাহলে তা ঋতুস্রাবেরই অংশ।

পবিত্রতার পরে রক্ত ফিরে আসলে কখন তা ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য হবে?

যদি কোনো নারী মনে করেন যে তিনি পবিত্র হয়ে গেছেন, তারপর আবার রক্ত ফিরে আসে, তাহলে তা ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য হবে; যদি না তা সারা মাসজুড়ে অব্যাহত থাকে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।